রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৯, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৬ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ০৯ এপ্রিল, ২০২৬

নিম্নলিখিত বিলটি ২৬ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ০৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং-৪৮/২০২৬

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ধারা ৩৫ক এর সন্নিবেশ।**—বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৩৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩৫ক। অন্যান্য অপরাধের দন্ড।—কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের এইরূপ কোন বিধান লঙ্ঘন করেন, যেক্ষেত্রে এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে দন্ডের বিধান উল্লেখ নাই, তাহা হইলে উক্ত ক্ষেত্রে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।"

মূল্য : টাকা ৪.০০

৩। **২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এ উল্লিখিত "ধারা ৩২, ৩৩ক ও ৩৫" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, কমা ও বর্ণের পরিবর্তে "ধারা ৩২, ৩৩ক, ৩৫ ও ৩৫ক" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, কমাগুলি ও বর্ণগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৪০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এ উল্লিখিত "ধারা ৩২, ৩৩ক এবং ৩৫" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, কমা ও বর্ণের পরিবর্তে "ধারা ৩২, ৩৩ক, ৩৫ ও ৩৫ক" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, কমাগুলি ও বর্ণগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ১৩ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজ-কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

উদ্দেশ্য	কারণ
অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগসমূহের ক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং জরুরি প্রয়োজন বিবেচনায় "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩"-তে ধারা-৩৫ক সংযোজন।	২০১৩ সালের মূল আইনে ধারা ৩৫-এ অন্যান্য অপরাধের দন্ডের বিধান উল্লেখ ছিল। কিন্তু ২০২৩ সালের সংশোধিত আইনে ধারা ৩৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৫ প্রতিস্থাপিত হয়: "৩৫। ধারা ১৪ বা ১৪ক এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া শাখা অফিস পরিচালনা ও সাব-এজেন্ট নিয়োগের দন্ড।— (১) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট ধারা ১৪ বা ১৪ক এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া যথাক্রমে, কোন শাখা অফিস পরিচালনা করিলে কিংবা কাউকে সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড অথবা অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন। (২) কোন ব্যক্তি ধারা ১৪ক এর অধীন নিবন্ধন গ্রহণ না করিয়া কোন রিক্রুটিং এজেন্টের সাব-এজেন্টরূপে কাজ করিলে অথবা নিজেকে সেই মর্মে উপস্থাপন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড অথবা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার এবং অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।"

উদ্দেশ্য	কারণ
	ধারা ৩৫ প্রতিস্থাপনের ফলে ২০১৩ সালের মূল আইনের ধারা ৩৫-এর উল্লিখিত অন্যান্য অপরাধের দণ্ডের বিধান বাদ পড়ে যায়। ফলে কোন রিক্রুটিং এজেন্সি অথবা কোন ব্যক্তি কর্তৃক কর্মী হয়রানি জনিত অপরাধের ক্ষেত্রে দণ্ড প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে মর্মে প্রতীয়মান। 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩'-এর মূল ধারা ৩৫ যা ২০২৩ সালের সংশোধিত আইনে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল তা আংশিক সংশোধনপূর্বক ধারা ৩৫-এর পর নিম্নরূপ ধারা "৩৫ক। অন্যান্য অপরাধের দণ্ড," হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:
	"কোনো ব্যক্তি যদি এই আইনের সুনির্দিষ্টভাবে দণ্ডের বিধান উল্লেখ নাই এইরূপ এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।" একই সঙ্গে নতুনভাবে সংযোজিত ধারা ৩৫ক-এ উল্লিখিত অপরাধের বিচার মোবাইল কোর্টের এখতিয়ারভুক্ত করা হয়েছে। ধারা ৩৫ক সংযোজন এবং ধারাটিতে বর্ণিত অপরাধ মোবাইল কোর্টের এখতিয়ারভুক্ত করা হলে বিদেশে কর্মী প্রেরণে হয়রানি লাঘব করা সম্ভব হবে।

আরিফুল হক চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ব্যারিস্টার মো: গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd